দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জবিতে ছাত্রদল সংগঠিত হচ্ছে নতুন কর্মী ভিড়তে শুরু করেছে

এম এ মালেক : দীর্ঘদিন প্রায় স্তিমিত থাকার পর নতুন করে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রদলে। বর্তমান কমিটিকে পূর্ণাঙ্গ করার কাজে হাত দেয়ায় নেতাকর্মীদের মধ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলো বিশেষত ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সহনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাড়াও জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতে শুরু করছে ছাত্রদল। এদিকে বিভিন্ন সময়ে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কার্যক্রমের বদলে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দলের অভ্যন্তরে গ্রুপিং, চরম অস্থিতিশীলতা ও বিশ্বজিৎ নামক যুবকের হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনায় কারণে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায় ছাত্রদল। জানা গেছে, ২০০৯ সালের ২০ অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটি ১৩ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করে। আহ্বায়ক কমিটির প্রধান ছিলেন গোলাম মাওলা শাহীন। সিনিয়র আহ্বায়ক ছিলেন খলিলুর রহমান খলিল। আহ্বায়ক কমিটি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে ২০০৯ সালে ছাত্রলীগ কর্তৃক হামলার শিকার হয়ে ছাত্রদল ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়। এরপর বিভিন্ন সময় ছাত্রলীগ কর্মীদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও মারধরের শিকার হন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। সবর্শেষ সুজির গলিতে এক ছাত্রদলের দোকানিকে ব্যাপক মারধর করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এর পর থেকে আহ্বায়ক কমিটির কাউকে ক্যাম্পাসে তেমন দেখা যায়নি। এছাড়াও তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ও সরকারি দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের বিরূপ মনোভাবের কারণে অন্তত একবছর আগে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলেও তেমন কোন কার্যক্রম ছিল না। বিভিন্ন সময় ক্যাম্পাসের বাইরে সূত্রাপুর কমিউনিটি সেন্টারে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করতে দেখা যায়। গত বছর ৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সভাপতি পদে ফয়সাল আহমেদ সজল ও ওমর ফারুক মুন্নাকে সেক্রেটারি করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি নতুন কমিটি দেয়ার পর থেকে ক্যাম্পাসে এক ধরনের প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয় ছাত্রদলের কর্মীদের মাঝে। বিএনপির ডাকা হরতালের মতো কর্মসূচিসহ বিভিন্ন সাংগঠনিক প্রোগ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের। নতুন কমিটি ঘোষণা দেয়ার পর ক্যাম্পাসে এসে ভিসির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। দলীয় কর্মীরা নতুন কমিটিকে ফুলেল সংবর্ধনা দিয়ে গ্রহণ করে। তারেক রহমানের জন্মবার্ষিকীতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। এতে ক্যাম্পাসে এক ধরনের প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়। মনে হয় ছাত্রদল নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। এর পর থেকে প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আশপাশসহ বিশেষ করে, কাঁঠালতলার আড্ডায় মেতে ওঠে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের আগমনে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল প্রবেশ করতে না পারলেও জগন্নাথে ছাত্রদলের ভিন্ন চিত্র। মনে হয়, সহাবস্থানে আছে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল। নতুন কমিটি হওয়ার পর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রশিদ হাবীব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে না পারলেও জগন্নাথে শোডাউন করেছে। শোডাউন শেষে তারা বর্তমান ছাত্রলীগের নেতাদের সাথে দেখা করে শুভেচ্ছাবিনিময় করেন। এছাড়া তারা সাদা দলের সাধারণ সম্পাদক ড. মো: রইছ উদ্দিনের সাথে দেখা করেন। পরে তারা জগন্নাথ সাংবাদিক সমিতির সাথে মতবিনিময় করে ক্যাম্পাসে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে ছাত্রলীগের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দলের অভ্যন্তরে গ্রুপিং, চরম অস্থিতিশীলতা ও বিশ্বজিৎ নামক যুবকের হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনার কারণে একরকম সুযোগ পায় ছাত্রদল। এতে তারা সহজে দল গোছানোর সুযোগ পায়। এভাবে ছাত্রদলের সাংগঠনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা ফিরে পায় জগন্নাথ ছাত্রদল। নতুন নতুন কর্মী ভিড়তে শুরু করে। এদিকে বর্তমান নতুন কমিটিতে স্থান না পেয়েও অন্য নেতারা দলের স্বার্থে ক্যাম্পাসের ভেতরে জোর সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যা জবি ছাত্রদলকে আরো চাঙ্গা ও সমৃদ্ধ করেছে। অন্যদিকে ছাত্রদলের কমিটিতে পদপ্রত্যাশী মাহমুদুল ইসলাম রাসেল বলেন, বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রদলের অবস্থা চাঙ্গা করার কৌশলে আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের কথা হল কমিটিতে স্থান নয়, বরং ছাত্রদলের হাতকে মজবুত করাই আমাদের লক্ষ্য। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কিছুদিনের মধ্যেই গঠিত হচ্ছে জবি ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি। পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে পদ পেতে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা জোর তদবির ও লবিং চালিয়ে যাচ্ছে বলেও জানা যায়। পূর্ণাঙ্গ কমিটি দেয়ার বিষয়ে জবি ছাত্রদলের সভাপতি ফয়সাল আহমেদ সজল ইনকিলাবকে বলেন, কেন্দ্রীয় কমিটি হওয়ার পরপরই হয়তো জগন্নাথের ছাত্রদলের একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে। আমরা পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করাসহ দলের বিভিন্ন কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

[illegible]